সংবাদ

001

তারিখ ... 28.1.85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 6 ...

বিশ্বে প্রতি তিনজন অশিক্ষিতের একজন হচ্ছে মেয়ে

পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যাই নারী। মোট কর্মশক্তিরও অন্তত: পক্ষে এক-তৃতীয়াংশ তারা। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ গৃহে নারীরাই কর্ত্রী, তারাই পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। অথচ পৃথিবীর মোট আয়ের মাত্র এক-দশমাংশ পেয়ে থাকে মেয়েরা। পৃথিবীর মোট সম্পত্তির মাত্র এক শতাংশের অধিকারী হচ্ছে তারা। এছাড়া পৃথিবীর প্রতি তিনজন অশিক্ষিতের মধ্যে দু'জনই হচ্ছে মেয়ে।

প্রায় এক দশক আগে, ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো সিটিতে জাতিসংঘের উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ' উপলক্ষে আন্তঃসরকারী পর্যায়ে প্রথম বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৩০টি দেশের এক হাজারেরও বেশী প্রতিনিধি, যাদের ৭০ শতাংশই ছিলেন নারী, সে সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। সেখানে সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি প্রক্রিয়ায় নারীদের অবদান সম্পর্কে মেক্সিকো ঘোষণা গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণার ভিত্তিতেই সাধারণ পরিষদ ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ এই সময়কে 'জাতিসংঘ নারীদশক' হিসেবে ঘোষণা করে।

১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় মধ্য দশক সম্মেলন। এই সম্মেলনের সুপারিশ অনুসারে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ নারী দশকের শেষে ১৯৮৫ সালে বিগত দশ বছরে কি অগ্রগতি অর্জন হয়েছে, তার সমীক্ষার জন্যে আরো একটি বিশ্ব সম্মেলন আহবান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিষদ পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে, বিশেষত বিশ্বশান্তি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। কিন্তু এই নারী দশকে আদতে হয়েছে কি? কতটুকু অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে?

জাতিসংঘের সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক সম্পর্ক সংক্রান্ত সহকারী মহাসচিব লেটিসা রামোস শাহানি এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, "আমরা এখনো পুরুষশা[illegible] পৃথিবীতেই বাস করছি। [illegible] হিসেবে এবং চাকরিজীবী হিসেবে আমাদের পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ কাজ করতে হচ্ছে।" মিসেস শাহানি ১৯৮৫ সালের বিশ্ব সম্মেলনের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর কথায়, "গৃহ এবং কর্মক্ষেত্র—এই দুইয়ের সমন্বয় সাধনই হচ্ছে মেয়েদের জন্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।"

উন্নয়নশীল যে কোন দেশেই মেয়েদের বেশ কিছু বাড়তি সমস্যা ভোগ করতে হয়। কোন কোন দেশে রোজ ছ'ঘণ্টা পর্যন্ত সময় ব্যয় করতে হয় খাবার ও রান্নার পানি জোগাড় করতে। অথবা কয়েক মাইল দূর থেকে টেনে আনতে হয় জ্বালানি কাঠ। এর পরেও রয়েছে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা এসবের প্রভাবেই গড়ে ওঠে ক্লেশ ও দুঃখময় অধিকাংশ নারীর জীবন। বাংলাদেশের কথা ভাবুন। এখানে মেয়েরা যে কেবল গৃহস্থালির কাজ করে তাই নয়, মাঠে শক্ত কৃষিকাজও তারা করছে; মাথায় বয়ে আনছে জ্বালানির বোঝা, কাঁধে থাকছে খাওয়ার পানি। তবে আফ্রিকার অনাবৃষ্টি পীড়িত এলাকায় মেয়েদের শ্রমের মাত্রা কয়েকগুণ বেশী। জাতিসংঘ নারী দশকের স্বেচ্ছা চাঁদা তহবিলের সমন্বয়কারী জ্যাকুলিন কি-জেরবো এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "আফ্রিকার সাহেল এলাকায় জ্বালানি কাঠের সমস্যাটা শুধু যে মেয়েদের মাথার বোঝা তা নয়, দেশ ও সরকারের জন্যেও তা মস্ত ভাবনা।" এখানে আজকাল পুরুষেরাও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহে মেয়েদের সহায়তা করছে। মিসেস কি জেরবো-র কথায়, "আমরা রাজনৈতিক নেতাদের এ সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। আফ্রিকান প্রকৌশলীরা এখন এ নিয়ে ভাবছে। যেসব জাতীয় কর্মশিবির আমরা আয়োজন করছি তাতে মেয়েদের সাথে সাথে পুরুষেরাও যোগ দিচ্ছে।" মিসেস কি-জেরবো উৎসাহের সংগে বলেছেন, এতদিন পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে যে কাজ শুধুমাত্র মেয়েরা করবে বলে ভাবা হতো, এখন তা যে পুরুষেরা খুব সামান্য হলেও ভাগাভাগি করে নিচ্ছে সেটাই বিরাট আশার কথা।

তবে স্বীকার করতেই হবে, খাবার পানি বা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্যে মেয়েদের, বিশেষতঃ গ্রামের মেয়েদের যে বিরাট সময় এখনো ব্যয় করতে হচ্ছে—তার ফলে শিক্ষিত, সামাজিকভাবে উপযোগী এবং উপার্জনক্ষম হয়ে উঠতে মেয়েরা বিশেষ বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে। তাছাড়া অনেক উন্নয়নশীল দেশে ঘরের কাজে সাহায্যের জন্যে মেয়েদের স্কুল থেকে দূরে রাখার একটা প্রচলিত নিয়ম আছে। পৃথিবীর প্রতি তিনজন অশিক্ষিতের দু'জনই যে নারী এটা তার একটা অন্যতম কারণ। এই কারণে এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিকূলতার জন্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের মর্যাদা এখনো এত নীচু।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের ভূমিকা প্রশ্নে বর্তমানে যে অবহেলা অজ্ঞতা রয়েছে তা দূর করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ডোমিনিকান রিপাবলিকের সান্টো ডোমিনগোতে প্রতিষ্ঠা করেছে নারী অগ্রগতির জন্যে আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। পরিবর্তনের একটি মধ্যশক্তি হিসেবে এই ইনস্টিটিউট কাজ করবে। এর বর্তমান পরি-

(৭-এর পাতায় দেখুন)

একজন হচ্ছে মেয়ে

(৫ম পাতার পর)

চালিকা দুনজা পাসতিজি ফেরেনসিস এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, "পরিবর্তন সন্ধানের অর্থ শুধুমাত্র মেয়েদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো নয়। মেয়েদের সমান ভাগীদার এবং উন্নয়নের সকল পর্যায়ে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।"

মিসেস শাহানি নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিক অংশ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, জিন কার্ক প্যাট্রিক, ইন্দিরা গান্ধী এবং মার্গারেট থ্যাচার হচ্ছে আমাদের জন্যে প্রতীকের মতো। "মেয়েদের আরো ব্যাপকভাবে সমাজের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে হবে", বলেছেন মিসেস শাহানি।

বিশ্ব নারী বর্ষ উপলক্ষ্যে যে বিশ্ব প্রত্যক্ষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার তিনটি মূল উদ্দেশ্য ছিলো সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। এই কর্মসূচী মেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সম-অধিকার ও নারী শিক্ষার দ্রুত প্রসার, সমান ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হবার অধিকার এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নারীদের অধিক অংশ গ্রহণের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলো কিন্তু তার অনেক কিছুই আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

মিসেস শাহানির কথায়, "করবার মতো এখনো অনেক কিছুই বাকী রয়েছে।"